International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 189-204
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.282

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনী আচরণ: নির্ধারকসমূহ ও সমসাময়িক প্রভাবের একটি বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন

দেবব্রত বর্মন
স্বাধীন গবেষক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 31.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India, the world's largest democracy, treats elections as far more than a mere political procedure; they represent a complex interplay of social, economic, cultural, and psychological factors. By examining electoral behaviour, one can understand how voters make political choices under the influence of multiple factors. This study aims to explore the nature of voting in India, identify its primary determinants, and analyze recent trends and changes. A descriptive and analytical methodology has been employed, utilizing secondary sources such as books, scholarly articles, journals, government reports, newspapers, and electoral data. The findings reveal that Indian voting behaviour is multi-dimensional, with social elements such as caste, religion, language, gender, and regional identity playing a significant role. Additionally, economic conditions, developmental concerns, government performance, and the quality of political leadership considerably shape voter decisions. Factors like a candidate's personal image, party loyalty, and campaign strategies further influence electoral choices. In recent times, digital technologies, social media platforms, and innovative campaign methods especially among young voters have exerted a notable impact on political attitudes. Consequently, the interaction of traditional social influences with modern technological factors has produced a dynamic and evolving pattern in Indian electoral behaviour. This research provides a nuanced, analytical perspective on the character and changing trends of voting in India's democracy.

Keywords: Voting, Election, Determinants, Voting Behaviour, Indian Democracy, Electoral Politics, Contemporary Influence.

ভূমিকা:

আধুনিক সরকার হলো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। জন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার হলো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগুলোকে নিয়ে গঠিত সরকার (মুখোপাধ্যায় ও মুখার্জি, 2024)। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং একটি বহুমাত্রিক, গতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদাহরণ। ভোটদান কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতিফলন। Anthony Downs-এর 'যুক্তিবাদী পছন্দ তত্ত্ব' অনুযায়ী ভোটদাতারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাজনৈতিক নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন (Ball , 1988)। সামাজিক পরিচয়, আঞ্চলিকতা, ধর্ম, সম্প্রদায়ভিত্তিক সমর্থন এবং ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ঐতিহ্যগতভাবে ভোট আচরণকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি, সরকারের কার্যকারিতা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পও নির্বাচনী সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনস্তাত্ত্বিক উপাদান যেমন- দলীয় আনুগত্য, নেতার জনপ্রিয়তা, ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক সচেতনতা ভোটার আচরণে প্রভাবিত করে।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ও YouTube- এর মতো Social Media ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মতামত গঠনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই গবেষণার লক্ষ্য হল ভারতীয় নির্বাচনী আচরণের বহুমাত্রিক নির্ধারকসমূহ ও সমসাময়িক প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করে নির্বাচনী ফলাফল এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পরিবর্তিত ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা।

ধারণাগত ও তাত্ত্বিক কাঠামো:

নির্বাচনের অর্থ:

নির্বাচন হল মত প্রদানের (ভোট) একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনও পদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে (গঙ্গোপাধ্যায়, 2011) । R. Gupta's Dictionary of Political Science অনুযায়ী, "The process by which public or private officials are selected from a field of candidates by the marking of ballot in a vote" (Gupta, 2021, p. 95)। জনগণ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচন করার রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'Election' এবং 'Referendum' এক নয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, কিন্তু গণভোটের ক্ষেত্রে জনগণ সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট নীতি, আইন বা রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে মতামত প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, Brexit referendum-এ ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য থাকবে কি না সে বিষয়ে জনগণের মতামত জানারজন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল (মুখোপাধ্যায় ও মুখার্জি, 2024)। সুতরাং, নির্বাচন হলো এমন একটি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন নির্ধারিত হয়।

নির্বাচনী আচরণের অর্থ:

নির্বাচনী আচরণ রাজনৈতিক আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। সাধারণভাবে ভোটদাতারা কেন, কীভাবে এবং কীসের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও আচরণের সামগ্রিক অধ্যয়নকে নির্বাচনী আচরণ বলা হয়। এর মাধ্যমে ভোটদাতাদের রাজনৈতিক মনোভাব, দলীয় আনুগত্য এবং বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবক উপাদানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় (দালাল, 2024)। আচরণবাদী বিপ্লব (Behavioural Revolution)- এর পর থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যক্তির আচরণ ও মনোভাব বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। Frank N. Plano এবং Fred W. Riggs এর মতে— "Voting behaviour is a field of study concerned with the ways in which people tend to vote in public elections and the reasons why they vote as they do" (Laxmikanth, 2023). Gordon Marshall তাঁর *Oxford Dictionary of Sociology*-এ উল্লেখ করেছেন— "The study of voting behaviour invariably focuses on the determinants of why people vote as they do and how they arrive at the decisions they make" (Marshall, 2004). S. J. Eldersveld নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আগে এ বিষয়ক আলোচনায় ভোট প্রদানের নথিপত্র প্রস্তুতকরণ, নির্বাচকদের সমর্থন পরিবর্তন, পরিসংখ্যান নির্ধারণ প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হত। বর্তমানে নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কিত আলোচনায় মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাম্প্রতিককালে নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা পেতে চলেছে। এই আলোচনায় এখন রাজনীতিক প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, মনোভাব, প্রেরণা প্রভৃতির সংযোগ-সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয় (Eldersveld; উদ্ধৃত মহাপাত্র,

2020)। সুতরাং নির্বাচনী আচরণ বলতে ভোটদাতারা কেন, কীভাবে এবং কীসের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করে সেই আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সামগ্রিক অধ্যয়নকে বোঝায়।

নির্বাচনী আচরণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক্ষেত্র, যা 'Psephology' নামে পরিচিত শাখার মাধ্যমে অধ্যয়ন করা হয়। 'Psephology' শব্দটি গ্রিক 'Psephos' থেকে এসেছে, যার অর্থ ভোট প্রদানের জন্য ব্যবহৃত 'পাথর বা চিহ্ন' (Chattopadhyay, 2015)। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভোটদাতাদের আচরণ, রাজনৈতিক পছন্দ এবং নির্বাচনী সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় । রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Andrew Heywood এবং Matthew Laing তাঁদের গ্রন্থ *'Politics'*- গ্রন্থে নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- "The importance of elections cannot be doubted. At the very least, they provide the public with its clearest formal opportunity to influence the political process and help, directly or indirectly, to determine who will hold government power" (Heywood & Laing, p. 261). অর্থাৎ নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্ততপক্ষে নির্বাচন জনগণকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে স্পষ্ট আনুষ্ঠানিক সুযোগ প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ধারিত হয় কে রাষ্ট্রের সরকারি ক্ষমতা ধারণ করবে। অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *Political Sociology* গ্রন্থে নির্বাচনী আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কিত সমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচনী অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংযোগ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়া যায়, যে সমস্ত সংযোগ সম্পর্ক ব্যাপকভাবে আর পর্যালোচনার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য কিছু সাধারন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। নির্বাচনী আচরণ সূত্রে জানা যায় যে সমাজে বৈষম্যমূলক বন্টন ব্যবস্থার জন্য সকলে সমানভাবে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে না বা করা সম্ভব নয় (দালাল, 2024)।

নির্বাচনী আচরণের গুরুত্ব:

নির্বাচনী আচরণের গুরুত্ব গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল -

1. **ভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ:** ভোটদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে, যা গনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।
2. **রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম:** নির্বাচন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিট এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে।
3. **রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি:** নির্বাচন প্রক্রিয়া ঐতিহ্যগত আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে, রাজনৈতিক আধুনিকীকরণকে ত্বরান্বিত করে এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করে।
4. **রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা:** নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনগণের নিকট বৈধতা অর্জন করে। ভোটে নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে।
5. **রাজনৈতিক সচেতনতা ও চেতনা বৃদ্ধিতে অবদান:** নির্বাচন সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদার্শনিক John Stuart Mill নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে নির্বাচন হল- "A periodical muster of opposing forces, to gauge the state of national mind, and ascertain, beyond dispute, the relative strength of different parties and opinions." মিল (মুখোপাধ্যায় ও মুখার্জি, 2024 এ

উদ্ধৃত)। অর্থাৎ, মিলের দৃষ্টিতে নির্বাচন কেবল সরকার গঠনের একটি প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনগণের মতামত, রাজনৈতিক প্রবণতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির প্রকৃত সমর্থন কতটা রয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়।

অতএব, নির্বাচনী আচরণ ও ভোটের গুরুত্বকে অনুধাবন করা মানে একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জনগণের মনোভাব এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কার্যকারিতা বোঝার জন্য অপরিহার্য। এটি ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল করতে, এবং নির্বাচনী প্রেক্ষাপটের উন্নয়নে মূল অবদান রাখে।

নির্বাচনী আচরণের প্রধান তত্ত্ব:

নির্বাচনী আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক মডেল উপস্থাপন করেছেন। Andrew Heywood এবং Matthew Laining তাঁদের *Politics* (6th Edition) গ্রন্থে নির্বাচনী আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ মডেলের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

1. দলীয় পরিচয় মডেল:

দলীয় পরিচয় মডেল(Party-Identification Model) নির্বাচনী আচরণ ব্যাখ্যার প্রাচীনতম তত্ত্বগুলির একটি। এই মডেল অনুযায়ী ভোটাররা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি মনস্তাত্ত্বিক আনুগত্য গড়ে তোলে এবং সেই দলকে 'নিজেদের দল' হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে ভোটদান অনেক ক্ষেত্রে নীতি, প্রার্থী বা নির্বাচনী প্রচারের বিশ্লেষণের ফল নয়; বরং দলীয় আনুগত্যের প্রকাশ। এই মডেল পরিবার ও প্রাথমিক রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়, কারণ রাজনৈতিক আনুগত্য প্রায়ই পরিবার এবং সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকে। তবে আধুনিক রাজনীতিতে অনেক দেশে দলীয় আনুগত্যের এই ধারাবাহিকতা কিছুটা দুর্বল হয়েছে, যা 'partisan dealignment' নামে পরিচিত। ভারতীয় রাজনীতিতেও দীর্ঘ সময় ধরে কিছু অঞ্চল বা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি ধারাবাহিক সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক ভোটার Communist Party of India (Marxist) এর প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করেছেন।

2. সমাজতাত্ত্বিক মডেল:

সমাজতাত্ত্বিক মডেল(Sociological Model) নির্বাচনী আচরণকে সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত করে। এই মডেল অনুযায়ী ভোটাররা প্রায়ই সেই রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে যা তাদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজের বিভিন্ন বিভাজন যেমন - সামাজিক শ্রেণি, ধর্ম, জাতিগত পরিচয়, অঞ্চল এবং লিঙ্গ নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে Peter Pulzer (1967) উল্লেখ করেছেন— "Class is the basis of British party politics; all else is embellishment and detail " (Heywood & Laing, p. 267). এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণি রাজনৈতিক সমর্থন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও জাতপাত, ধর্ম এবং আঞ্চলিক পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করে।

3. যুক্তিবোধ ভিত্তিক মডেল:

যুক্তিবোধ ভিত্তিক মডেল (Rational-Choice Model) ভোটদানকে একটি যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এই মডেল অনুযায়ী ভোটাররা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং রাজনৈতিক দলের নীতি বা কর্মসূচির সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভোটদান এখানে একটি লক্ষ্য অর্জনের উপায় বা

'instrumental act' হিসেবে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হলেন Anthony Downs , তাঁর বক্তব্য হল অর্থনৈতিক পছন্দের মত রাজনৈতিক পছন্দ ও ভোটারদের নিজস্ব স্বার্থ ও যুক্তি বোধের দ্বারা নির্ধারিত হয়। Downs এর কাছে নির্বাচন ব্যবস্থা এক ধরনের 'ভোটের বাজার'। যেমন ক্রেতা বাজারে জিনিস কেনার আগে তার লাভ ক্ষতি বিচার করে, তেমনি ভোটাররাও সেই দলকে ভোট দেয় যে তার স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে পারবে (মুখোপাধ্যায় ও মুখার্জি, 2024)। এই মডেল অনুযায়ী কিছু ভোটার ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেয় (retrospective voting), আবার অনেক ক্ষেত্রে ভোটাররা বিভিন্ন নীতি বা ইস্যুর মধ্যে তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতীয় গণতন্ত্রেও উন্নয়ন, সরকারি প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক সুবিধা অনেক সময় ভোটারদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

4. প্রভাবশালী মতাদর্শ মডেল:

প্রভাবশালী মতাদর্শ মডেল (Dominant-Ideology Model) অনুযায়ী ভোটারদের রাজনৈতিক পছন্দ অনেক সময় সমাজে প্রচলিত মতাদর্শিক প্রভাবের মাধ্যমে গঠিত হয়। এই তত্ত্বে বলা হয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সরকার এবং বিশেষ করে গণমাধ্যম মানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করতে পারে এবং ভোটারদের পছন্দ ও মনোভাবকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এর ফলে ভোটারদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেক সময় সমাজে প্রচলিত প্রধান মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও জাতীয়তাবাদ, উন্নয়নের ধারণা এবং বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে নির্বাচনী আচরণ একটি জটিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। দলীয় আনুগত্য, সামাজিক গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমাজে প্রচলিত মতাদর্শ। এই সব উপাদান মিলেই ভোটারদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ—

1. ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন ও নির্বাচনী আচরণের প্রকৃতি, নির্ধারক এবং সমসাময়িক প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণ করা।
2. নির্বাচনী আচরণ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাত্ত্বিক মডেলের ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা।
3. বর্তমান সময়ে নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিতকারী নতুন উপাদানসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা।
4. ভারতীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে নির্বাচনী আচরণের পরিবর্তিত ধারা এবং এর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি প্রধানত গুণগত (Qualitative) প্রকৃতির এবং বর্ণনামূলক (Descriptive) ও বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বই, গবেষণা প্রবন্ধ, একাডেমিক জার্নাল, সরকারি প্রতিবেদন, সংবাদপত্র এবং নির্ভরযোগ্য অনলাইন উৎস থেকে সংগৃহীত গৌণ বা সহায়ক উৎসের (Secondary Data) ভিত্তিতে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিষয়ভিত্তিক ভাবে পর্যালোচনা করে ভারতীয় নির্বাচনী আচরণের বিভিন্ন নির্ধারক ও সমসাময়িক প্রভাব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনী আচরণ:

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে নির্বাচন কেবল ভোটের প্রতীক নয়, বরং একটি জটিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থ আছে (Article 324)। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। সংবাদপত্রের ভাষায় ভারতীয় নির্বাচন আচরণ "Three Ms" দ্বারা নির্ধারিত হয়। এগুলি হল "Media, Muscle Power and Money Power". রমেশ ঠাকুরের ভাষায়- "the cycle of Indian politics was commonly described as selection, election and defection" (মুখোপাধ্যায়, 2014)। ভারতের নির্বাচন বহু মাত্রিক, যেখানে ভোটদাতাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা, আঞ্চলিক স্বার্থ, অর্থনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রার্থীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি, সরকারের কার্যকারিতা, এবং নির্বাচনী প্রচারের কৌশল।

ভারতে নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে বহু গবেষণামূলক রচনা বিদ্যমান। এ সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রকাশনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল : Y. M. Sirsikar-এর *Voting Behaviour in India,* যা G. S. Halappa সম্পাদিত *Dilemmas of Democratic Politics in India* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া George Rosen-এর *Democracy and Economic Changes in India*, M. N. Srinivas-এর *Caste in Modern India,* Rajani Kothari-র *Caste and Politics in India* এবং *Politics in India*, Morris Jones-এর The *Government and Politics of India*, Gunnar Myrdal-এর *Asian Drama,* A. R. Desai-এর *Rural Sociology in India,* এবং N. D. Palmer-এর *The Indian Political System* প্রভৃতি গ্রন্থও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি Myron Weiner-এর বিভিন্ন গবেষণামূলক রচনাতেও ভারতীয় নির্বাচনী আচরণ বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়াও Dr. Mahapatra-র *Tribal Politics in West Bengal* গ্রন্থ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল উপজাতির নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় (মহাপাত্র, 2019)।

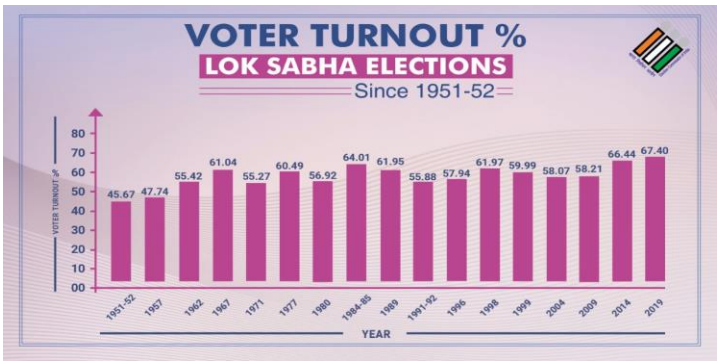

Source: Election Commission of India (ECI), Voter Turnout Data

এই চিত্রটি দেখায় কিভাবে ডিজিটাল প্রচারণা ভোটারদের সচেতনতা ও নির্বাচনী অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করে। ভারতের মতো একটা দেশে, যেখানে অনেক বিষয়ই অন্যান্য দেশের সঙ্গে মেলে না। যেমন বিপুল সংখ্যক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সাধুসন্তদের ধর্মীয় প্রভাব, ইমাম-মোল্লাদের ফতোয়া, জ্যোতিষ গণৎকারদের পূর্বাভাষ, প্রচারে চিত্রতারকাদের উপস্থিতি, কার্টুন, রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকা, নানান রকম সমীক্ষা ভোটের আগে ও পরে, দেওয়াল লিখন, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ, রাজনৈতিক হিংসা, বুথ দখল, কারচুপি, ভোটারদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও টাকার খেলা, বলপ্রয়োগ, হিংসা, বিজয় মিছিল, আবির

খেলা ইত্যাদি। বস্তুত নির্বাচনকে ঘিরে এত উত্তেজনা ও জেতার পর এত উৎসব ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে একটা আলাদা মাত্রা জুগিয়েছে। নির্বাচকরা এখানে কেবল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হন না। জাতি, ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থ, রাষ্ট্রনেতার ভাবমূর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এখানকার ভোটের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে (দালাল, 2024)।

গণতান্ত্রিক অধিকার এবং Universal Adult Franchise চালুর পর থেকে ভারতের ভোটাররা ক্রমশ অধিক রাজনৈতিক সচেতনতা প্রদর্শন করেছেন। ভোটদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দলীয় আনুগত্য নয়, বরং স্থানীয় সমস্যা, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে; যেমন 1971 সালের 'গরিবি হটাও' কর্মসূচি বা পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মী ভান্ডার' প্রকল্প। বর্তমান সময়ে সামাজিক মাধ্যম ও ডিজিটাল প্রচারণা যেমন - Facebook, WhatsApp, Twitter ও YouTube ভোটারদের মতামত গঠন ও প্রচারে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ফলে ভারতের নির্বাচনী আচরণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনী আচরণে যে সমস্ত নির্ধারক বা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে বিশেষ কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল —

1. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্ধারক:

ভারতে নির্বাচনী রাজনীতিতে যে সমস্ত নির্ধারক বেশি প্রভাবিত করে তাদের মধ্যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নির্ধারক অন্যতম। যেমন-

a. জাতি বা জাতপাত:

ভোটারদের আচরণ কে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে জাতপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে জাত ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতপাত রাজনীতিকে প্রবাহিত করে ও সময় বিশেষ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার জাত ব্যবস্থাও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় (Politicisation of Caste)। দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন, পচার কার্য, জাত ভিত্তিক দল গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতপাত ও রাজনীতির যোগাযোগ রয়েছে। তামিলনাড়ু, হরিয়ানা ,উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রকৃতি রাজ্যে নির্বাচনের সাফল্য অনেকটা জাতভিত্তিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল (মুখোপাধ্যায়, 2014)। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতির প্রাধান্য দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে কেরলে নায়ার ও ইজহেভাস; তামিলনাড়ুতে নাদার, রেড্ডিয়ার, চেট্রিয়ার, থেবর, কাল্লা, ভেল্লা; কর্ণাটকে লিঙ্গায়েত ও ওক্কালিঙ্গা; গুজরাটে পাতিদার ও আন্নাভাল; উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে জাঠ, রাজপুত, ভূমিহার, কুরমি, যাদব প্রভৃতি জাতির কথা বলা যায় (মহাপাত্র, 2019) । নির্বাচক যে জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারা সেই জাতি গোষ্ঠীর প্রার্থীকে ভোট দিতে আগ্রহী হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে Rajni Kothari বলেছেন: "Indian politics is casteist and caste is politicised". গ্রামীণ ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে জাতিগত সংহতির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Paul R. Brass উল্লেখ করেছেন- "At the local level, in the country side, by far the most important factor in voting behaviour remains caste solidarity. Large and important castes in a constituency tend to back either a respected member of their caste or a political party with whom their caste members identify" (Brass, 2nd Edition, 1994)। অধ্যাপক M. N. Srinivas তাঁর '*Caste in Modern India'* গ্রন্থে বলেছেন , "রাজনৈতিক ক্ষমতার যে হারে জনসাধারণের হাতে এসেছে সেই অনুপাতে জাতপাতের রাজনীতিকরণ ঘটেছে" (দালাল 2024)। যদিও শহুরে অঞ্চলে শিক্ষা, আধুনিকতা, শিল্পায়ন এবং গণমাধ্যমের বিস্তারের ফলে জাতিভিত্তিক ভোটের প্রভাব কিছুটা কমেছে, তবুও গ্রামীণ অঞ্চলে এটি এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবতা।

b. ধর্ম:

ধর্ম ভারতীয় নির্বাচনী আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) হলেও বাস্তবে অনেক সময় ধর্মীয় পরিচয় ও ধর্মীয় আবেগ নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জনের জন্য নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ- হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে হিন্দু প্রার্থী এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলিম প্রার্থী মনোনয়নের প্রবণতা দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধর্মীয় পরিচয়কে নির্বাচনী কৌশলের অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছে। যেমন— BJP, মুসলিম লীগ, শিবসেনা, অকালি দল প্রভৃতি রাজনৈতিক দল ধর্মকে হাতিয়ার করে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করে (দালাল, 2024)। ধর্মীয় নেতারা অনেক সময় নির্বাচনের সময় ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। মন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং গুরুদোয়ারা অনেক সময় রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় উত্তেজনার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল 6th December, 1992 বাবরি মসজিদ ধ্বংস। এই ঘটনার পরে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ভারতের নির্বাচনী আচরণে বড় প্রভাব ফেলেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে 2025 সালে পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সহিংসতার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে, যা স্থানীয় রাজনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ 13 এপ্রিল, 2025)।

c. ভাষা:

ভারতের বহুভাষিক সমাজে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়। ভাষাগত পরিচয় অনেক সময় আঞ্চলিক রাজনীতি এবং নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যগুলোতে ভাষাভিত্তিক আন্দোলন নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে 1967 সালের নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং আঞ্চলিক দল DMK ক্ষমতায় আসে। একইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশেও কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয় এর পিছনে ছিল এই ভাষা রাজনীতি (Laxmikant, 2023)। এই উদাহরণ দেখায় যে ভাষাগত পরিচয় কখনও কখনও জাতীয় রাজনীতির উপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

d. লিঙ্গ:

ভারতের নির্বাচনী আচরণে লিঙ্গ (Gender) একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত হয়। নারী ও পুরুষ ভোটারদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ভূমিকা, শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণে অনেক সময় তাদের রাজনৈতিক পছন্দ ও ভোটদানের আচরণে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের নির্বাচনে নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারী ভোটাররা নির্দিষ্ট সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি, নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে ভোট প্রদান করে। অন্যদিকে পুরুষ ভোটারদের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের কার্যকারিতা অনেক সময় বেশি গুরুত্ব পায়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় নারী ও পুরুষ ভোটারদের লক্ষ্য করে আলাদা নীতি ও প্রচার কৌশল গ্রহণ করে, যা নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

e. সম্প্রদায় বা জাতিগত পরিচয়:

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিগত পরিচয় ভোট আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন উপজাতি বা জাতিগত সম্প্রদায় অনেক সময় নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে যেমন- নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়াতে উপজাতীয় পরিচয়

নির্বাচনী রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

f. আঞ্চলিকতা:

আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতা ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আঞ্চলিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অনেক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ- তামিলনাড়ুতে DMK এবং AIADMK, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু দেশম পার্টি, পাঞ্জাবে অকালি দল, আসামে অসম গণ গণপরিষদ প্রভৃতি দলগুলো আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নির্বাচনে সমর্থন অর্জন করেছে।

2. অর্থনৈতিক নির্ধারক:

ভারতীয় নির্বাচনী আচরণে অর্থনৈতিক নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেগুলি হল -

a. অর্থনৈতিক অবস্থা:

ভোটারদের ব্যক্তিগত আর্থিক পরিস্থিতি তাদের নির্বাচনী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা ধনী শ্রেণির মানুষদের রাজনৈতিক চাহিদা ভিন্ন, তাই তাদের ভোটের পছন্দও আলাদা হয়। সাধারণত ভোটাররা এমন দলকে সমর্থন করেন, যা তাদের অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নত করতে পারে।

b. উন্নয়নমূলক ইস্যু:

ভোটাররা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর খুব বেশি মনোযোগ দেন। রাস্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ এবং শিল্পায়নের উন্নতি প্রভৃতি ভোটারদের মধ্যে প্রভাব ফেলে। উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য বা ব্যর্থতা প্রায়শই নির্বাচনের ফলাফলে সরাসরি প্রতিফলিত হয়।

c. কর্মসংস্থান:

নির্বাচনের সময় চাকরির সুযোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ভোটারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে যুবসমাজ এবং শিক্ষিত ভোটাররা এমন দল বা প্রার্থীকে সমর্থন করেন যারা নতুন চাকরির সুযোগ এবং আয় বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেয়।

d. মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার খরচ:

ভোটারদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচ ও মূল্যস্ফীতি তাদের নির্বাচনী মনোভাবকে প্রভাবিত করে। খাদ্য, বিদ্যুৎ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামের বৃদ্ধি ভোটারের সিদ্ধান্তে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

e. তিন-এম ক্ষমতা (Money-Muscle-Ministerial):

ভারতের নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অনেক সময় 3-M's Power বা Money, Muscle Power এবং Ministerial power গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **Money ,** ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে অর্থ একটি প্রধান প্রভাবশালী উপাদান। আর্থিকভাবে শক্তিশালী প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচার, জনসভা, পোস্টার, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য মাধ্যমের মাধ্যমে ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে এটি ব্যয় করা হয় এবং প্রায়ই দরিদ্র বা প্রান্তিক মানুষকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভোট আদায় করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। **Muscle Power,** কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভোটারদের ওপর চাপ, ভীতি বা সহিংসতা প্রয়োগ করে। এতে ভোটাররা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে অক্ষম হয় এবং নির্বাচনী পরিবেশ প্রভাবিত হয়। **Ministerial Power**, ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী বা নেতারা সরকারি সম্পদ, প্রশাসনিক সুবিধা এবং উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবহার করে ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করেন (Chattopadhyay, 2015)।

3. রাজনৈতিক নির্ধারক:

রাজনৈতিক নির্ধারকগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

a. রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ:

প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট নীতি, আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং ভোটাররা অনেক সময় সেই মতাদর্শের সঙ্গে নিজেদের চিন্তাভাবনার মিল খুঁজে নিয়ে নির্দিষ্ট দলকে সমর্থন করে। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিপেক্ষতা , দেশপ্রেম, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদির মতো নির্দিষ্ট মতাদর্শের বিশ্বাসী (Laxmikanth, 2023)। বামপন্থী দলগুলো সাধারণত শ্রমিক-কৃষকের অধিকার ও সামাজিক সমতার উপর গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে কিছু দল জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর জোর দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ভোটাররা উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার বা ধর্মনিরপেক্ষতার মতো আদর্শিক বিষয়কে বিবেচনা করে ভোট প্রদান করে। এইভাবে রাজনৈতিক দলের আদর্শ ভোটদাতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

b. দলীয় পরিচয় বা আনুগত্য:

দলীয় পরিচয় বলতে বোঝায় ভোটদাতাদের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি সমর্থন বা আনুগত্য। অনেক ক্ষেত্রে একটি পরিবার বা সামাজিক গোষ্ঠী বহু বছর ধরে একই রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে থাকে। একটা সময় ছিল যখন নির্বাচনে বলা হত 'ইন্দিরা গান্ধীর হাত শক্তিশালী কারো'। আবার বিরোধী শক্তি গুলির স্লোগান ছিল ' ইন্দিরা গান্ধীর কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও' । অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে দলই মুখ্য বা প্রধান ভূমিকা পালন করছে, অন্যান্য বিষয়গুলি খুব একটা গুরুত্ব পাচ্ছে না বা অপ্রাসঙ্গিক (দালাল, 2024)। রাজনৈতিক বিশ্লেষক David Butler, Ashok Lahiri এবং Prannoy Roy তাঁদের *'India Decides: Election 1952 - 1991'* গ্রন্থে বিভিন্ন নির্বাচনী সমীক্ষা পর্যালোচনা করে বলেছেন , যে ভারতের বহু ভোটার প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতীক বা পরিচয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাঁদের মত হল- "For most people voting is a habit and party loyalties endure" (মুখোপাধ্যায় ও মুখার্জি, 2024)। এখানে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে কীসের ভিত্তিতে তারা দলকে সমর্থন করবে..? এর উত্তরে বলা যায় সেটা ধর্ম হতে পারে কোন অঞ্চলভেদে কিংবা ভাষা বা জাতপাত ভিত্তিতে হতে পারে। দলের প্রতি আনুগত্য হওয়া নির্বাচনে প্রার্থী পরবর্তীতে হলেও সাধারণ ভোটাররা সেই দলের প্রতি তাদের সমর্থন বজায় রাখে। বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুতে DMK ও AIADMK-এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট দলের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী সমর্থন দলীয় আনুগত্যের উদাহরণ। আবার এটাও লক্ষ্য করা যায় যে অনেক নেতা বা মন্ত্রী দলত্যাগ করলেও সাধারণ মানুষ বা দলের কর্মী সমর্থক ছিলেন তারা কিন্তু সেই দলের সমর্থক হিসেবে থেকেই যায়।

c. সরকারের কার্যকারিতা:

সরকারের কাজের মূল্যায়ন ভোট আচরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নির্ধারক। ভোটাররা সাধারণত নির্বাচনের সময় সরকারের নীতি, উন্নয়নমূলক প্রকল্প, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে সরকারের কর্মক্ষমতা বিচার করে। যদি জনগণ মনে করে যে সরকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সফল হয়েছে, তবে তারা সেই সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় আনতে পারে। অন্যদিকে দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা দেখা দিলে ভোটাররা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিকে সমর্থন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- 1977 সালের লোকসভা নির্বাচনে জরুরী অবস্থা (1975-1977)-এর কারণে কংগ্রেস সরকার পরাজিত হয়। এই ঘটনা দেখায় যে সরকারের কার্যকারিতা বা ব্যর্থতা নির্বাচনী ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

d. জনমোহিনী শক্তিসম্পন্ন নেতৃত্ব:

জনমোহিনী শক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব (Charismatic Leadership) অনেক সময় নির্বাচনের ফলাফলে নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শক্তিশালী, জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী নেতারা তাদের ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতার মাধ্যমে ভোটারদের আকর্ষণ করতে পারেন। ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নেতৃত্ব নির্বাচনী ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ, 1960 -এর দশকের শেষের দিক থেকে 1970-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে "গরিবি হঠাও"-এর মতো জনপ্রিয় স্লোগান উদ্ভাবন করে তিনি ব্যাংক ও কয়লাশিল্পের জাতীয়করণ ঘটান, প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুলির উত্তরাধিকারীদের বিশেষ রাজন্যভাতা (privy purse) বিলোপ করেন এবং এর মাধ্যমে শাসক দলের মধ্যে ভাঙন ঘটার পর বামপন্থীদের সমর্থন আদায় করে নেন। 1970-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ বহুবিতর্কিত অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর তিনি একগুচ্ছ সুনির্দিষ্টভাবে গরিবমুখী কর্মসূচি চালু করেন, যা '20-point programme' নামে জনপ্রিয়। বস্তুত 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া' দাবি তুলে তিনি সমাজতান্ত্রিক ইস্যুগুলি অন্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন । বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিন্দু জনপ্রিয়তাবাদী জাতীয়তাবাদের নতুন মুখ। বহু জনপ্রিয়তাবাদী নীতি চালু করার পাশাপাশি তিনি একটি জনপ্রিয় স্লোগানও তুলেছেন "সব কা সাথ, সব কা বিকাশ"(বসু & রায়, 2019, পৃ. 14)। এরকম বিভিন্ন স্লোগান এবং তাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস ঐ জায়গা করে নেয়। যার কারণেই 1971 সালে Indira Gandhi-র নেতৃত্বে কংগ্রেস বিপুল বিজয় অর্জন করে। আবার বিভিন্ন রাজ্যে জনপ্রিয় নেতারা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের রাজনীতি সম্পর্কে তার বক্তব্য "আমরা মার্কসবাদী নই, ক্যাপিটালিষ্টও নই আমরা গরিব মানুষের পক্ষে" (বসু & রায়, 2019, পৃ. 16)। অনেক সময় ভোটাররা রাজনৈতিক দলের নীতির চেয়ে নেতার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের উপর বেশি আস্থা রাখে। ফলে নেতৃত্ব নির্বাচনী আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকে পরিণত হয়। যেমন - ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, নরেন্দ্র মোদী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ললিতা, যোগী আদিত্যনাথ, নীতিশ কুমার, রাহুল গান্ধী প্রমুখের জনমোহিনী নেতৃত্ব।

4. মনস্তাত্ত্বিক নির্ধারক:

মনস্তাত্ত্বিক নির্ধারকগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

a. প্রার্থীর ভাবমূর্তি:

প্রার্থীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বা ইমেজ নির্বাচনী আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভোটাররা সাধারণত এমন প্রার্থীকে সমর্থন করতে আগ্রহী হন যিনি সৎ, শিক্ষিত, দক্ষ এবং জনসেবায় নিবেদিত। প্রার্থীর ব্যক্তিগত সততা, সামাজিক কাজের অভিজ্ঞতা এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা ভোটারদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন জনপ্রিয় প্রার্থী তার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির কারণে দলের তুলনায় বেশি ভোট পেতে পারেন। রাজনৈতিক দলগুলোও এই কারণেই অনেক সময় এমন প্রার্থী নির্বাচন করে যারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানিত। বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ বিভিন্ন পেশার জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন, যা নির্বাচনী রাজনীতিতে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, সামাজিক প্রভাব এবং গণমাধ্যমে দৃশ্যমানতার গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

b. ব্যক্তিগত আনুগত্য:

ব্যক্তিগত আনুগত্য বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেক সময় নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোটাররা প্রার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সামাজিক যোগাযোগ বা পারিবারিক পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোট দিতে পারেন। স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় ব্যক্তি, সমাজসেবক বা প্রভাবশালী নেতাদের প্রতি ভোটারদের মধ্যে একটি

আবেগপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এর ফলে অনেক সময় ভোটাররা রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দলীয় পরিচয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রার্থীকে সমর্থন করে। এই ধরনের ব্যক্তিগত আনুগত্য ভারতের গ্রামীণ সমাজে এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা।

c. পূর্বের অভিজ্ঞতা:

ভোটারদের পূর্বের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা তাদের ভোটের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। পূর্বের সরকারের সন্তুষ্টি একই প্রার্থী বা দলকে সমর্থন বাড়ায়, আর অসন্তুষ্টি বা হতাশাজনক অভিজ্ঞতা অন্য প্রার্থী বা অন্য দলে ভোট আকৃষ্ট করে। এই অভিজ্ঞতা প্রার্থীর ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিগত আনুগত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভোটারদের মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

5. নির্বাচনী প্রচারের ভূমিকা:

নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের সমর্থন অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রচার চালায়। এর মধ্যে রয়েছে জনসভা, মিছিল, পোস্টার, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন সংবাদ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। জনসভা সরাসরি ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং রাজনৈতিক আগ্রহ সৃষ্টি করে। গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভোটারদের তথ্য ও বিশ্লেষণ দেয়, যা নির্বাচনী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এভাবে নির্বাচনী প্রচার ভোটারদের মনোভাব ও নির্বাচনের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

6. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব:

নির্বাচনে স্বার্থ গোষ্ঠী নির্বাচনী আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শ্রমিক সংগঠন যেমন- ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের স্বার্থ রক্ষায় নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারে। ধর্মীয় সংগঠন এবং ধর্মীয় নেতারা কখনও কখনও তাদের অনুসারীদের ভোটের দিকে প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক, পেশাজীবী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠনগুলোও জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে। এভাবে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলো নির্বাচনের ফলাফলে সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনী আচরণের সমসাময়িক প্রভাবসমূহ:

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনী আচরণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন এবং সরকারি নীতির প্রভাব ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে নির্বাচনী আচরণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক প্রভাব ও উপাদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

1. সামাজিক মাধ্যম ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা:

বর্তমান সময়ে সামাজিক মাধ্যম নির্বাচনী রাজনৈতিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Facebook, Twitter, Instagram, YouTube এবং WhatsApp এর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ভোটারদের মতামত গঠনে প্রভাব ফেলে। বিশেষত যুব ভোটাররা রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনার ক্ষেত্রে এই মাধ্যমগুলোর ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। Smartphone এবং Internet এর বিস্তাররের ফলে রাজনৈতিক দলগুলো জনসমাজের কাছে পৌঁছানোর জন্য নতুন ও কার্যকার মাধ্যম লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, 2014 সালে সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী প্রচারণায় সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন, যা জনমত এবং ভোটারদের মনোভাব প্রভাবিত করতে সাহায্য করেছে। 2014 এবং 2019 সালের সাধারণ নির্বাচনে BJP সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে 'corruption free India', 'development' and 'efficient management' এর মতো বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে (IGNOU, n.d.)। সামাজিক মাধ্যম কেবল নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নয়, ধর্মভিত্তিক

সক্রিয়করণ এবং জনপ্রিয়তা (populism) তৈরিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এর লক্ষ্য প্রধানত যুব মধ্যবিত্ত ভোটারদেরকে প্রভাবিত করা, যাঁরা ঐতিহ্যগত ভোটের ধারা অনুসরণ করেন না। ফলে সামাজিক মাধ্যম ভোটারদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলের ভাবমূর্তিকে জনপ্রিয় করতে সহায়তা করে (IGNOU, n.d.)।

2. ডিজিটাল প্রচারণা, রাজনৈতিক বিপণন ও তথ্য নির্ভর কৌশল:

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমান সময়ে নির্বাচনী প্রচারণার ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো এখন অনলাইন বিজ্ঞাপন, WhatsApp broadcast, ই-মেইল ক্যাম্পেইন এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমের সাহায্যে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে। একই সঙ্গে ভোটারদের পছন্দ-অপছন্দ, রাজনৈতিক মনোভাব এবং সামাজিক প্রবণতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচারণা পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চল ও ভোটার গোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাজনৈতিক বার্তা ও কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বিপণন এবং আধুনিক প্রচারণা কৌশলের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে **Gary A. Mauser** তাঁর Political Marketing গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— "Political campaigning is becoming big business." (মুখোপাধ্যায় ও মুখার্জি, 2024)।

3. গণমাধ্যম ও ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যমের প্রভাব:

গণমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক তথ্য প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম এবং online news portal এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। NDTV, News18 এবং The Times of India ইত্যাদি সংবাদমাধ্যমের অনলাইন সংস্করণ ও Mobile App এর মাধ্যমে মানুষ সহজেই রাজনৈতিক সংবাদ ও বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। বিশেষত শহরাঞ্চল এবং শিক্ষিত যুবসমাজ ক্রমবর্ধমানভাবে এই ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। অনেক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও সরকারি সফরকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে বিস্তৃত আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, 6-7 মার্চ 2026 তারিখে মাননীয়া রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র পশ্চিমবঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও আলোচনা লক্ষ্য করা যায় (সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, 7 March 2026)। এখানে এই ধরনের ঘটনা ও বিতর্ক অনেক সময় জনমত গঠন এবং ভোটারদের রাজনৈতিক মনোভাবকে প্রভাবিত করে।

4. উন্নয়নমূলক রাজনীতি ও কল্যাণমূলক কর্মসূচী:

ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং কল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচী অনেক সময় ভোটারদের রাজনৈতিক মনোভাবকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, 'PM-Kisan Samman Nidhi' এবং 'Ayushman Bharat'-এর মতো প্রকল্প কৃষক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। একইভাবে সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে 'লক্ষী ভান্ডার' এবং 'যুব সাথী'-এর মতো প্রকল্পও অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচী সমসাময়িক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

5. তরুণ ভোটারদের ভূমিকা ও রাজনৈতিক সচেতনতা:

ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তরুণ হওয়ায় যুব ভোটাররা বর্তমানে নির্বাচনী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। 18 থেকে 29 বছর বয়সী ভোটারদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে নতুন রাজনৈতিক ইস্যু সামনে আনছে। সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমের

মাধ্যমে তরুণ ভোটাররা রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মতামত গঠন করছে এবং অনেক সময় বিভিন্ন ইস্যুকে বৃহত্তর জনপরিসরে তুলে ধরছে। ফলে সমসাময়িক ভারতীয় গণতন্ত্রে যুব ভোটারদের অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

6. জাতীয়তাবাদ, নিরাপত্তা ও ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি:

জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে সংকটপূর্ণ বা নিরাপত্তাজনিত ঘটনার পর এই বিষয়গুলো রাজনৈতিক আলোচনায় অধিক গুরুত্ব লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, 2019 সালের Pulwama হামলা এবং তার পরবর্তী Balakot Airstrike-এর পর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়টি ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। অনেক রাজনৈতিক দল সীমান্ত সুরক্ষা, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নীতি এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নকে নির্বাচনী প্রচারণায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে বেকারত্ব, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ইস্যুও ভোটারদের, বিশেষত শিক্ষিত যুবসমাজের রাজনৈতিক মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে (সূত্র: ABP Ananda, 14 ফেব্রুয়ারি 2023)।

7. আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও জোট রাজনীতি:

ভারতের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন রাজ্যে এই দলগুলো স্থানীয় সমস্যা, আঞ্চলিক পরিচয় এবং উন্নয়নমূলক ইস্যুকে সামনে এনে ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতিতেও আঞ্চলিক দলগুলোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে যখন জোট সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়। ফলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং জোট রাজনীতি ভারতীয় নির্বাচনী আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা:

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনী আচরণ একটি জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে গঠিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ এবং আঞ্চলিক পরিচয় নির্বাচনী আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনী সংস্কার (electoral reforms), উন্নয়নমূলক নীতি এবং সামাজিক সচেতনতার বৃদ্ধি ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করেছে। একই সঙ্গে সামাজিক সংস্কার ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ভোটারদের রাজনৈতিক মনোভাব পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 'Rational Choice' এবং 'Party Identification' মডেল এখনও প্রাসঙ্গিক থাকলেও, ডিজিটাল মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যম ভোটারদের মতামত গঠনে নতুন প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তবে misinformation, Political polarization এবং digital divide-এর মতো চ্যালেঞ্জ এখনও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সুতারাং, বলা যায় যে, আধুনিক ভারতীয় নির্বাচনী আচরণ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া।

প্রস্তাবনা:

ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর ও গণতান্ত্রিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলি প্রদান করা হল–

প্রথমত, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অর্থবল, পেশীশক্তি ও দুর্নীতির প্রভাব হ্রাস করতে নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ

কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কালো টাকার ব্যবহার রোধে নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

তৃতীয়ত, ভুয়া তথ্য (misinformation), ও বিভ্রান্তিকর ডিজিটাল প্রচারণা নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন, বিশেষ করে নির্বাচনী সময়কালে।

চতুর্থত, নির্বাচনী সংস্কারের অংশ হিসেবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, প্রযুক্তিনির্ভর নির্বাচন ব্যবস্থা (যেমন e-governance tools) এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আরও বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত।

পঞ্চমত, ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধি করা। জনপ্রতিনিধি ও প্রার্থীদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নৈতিক সক্ষমতার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে আইনপ্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থায় দক্ষ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব নিশ্চিত হয়।

উপসংহার:

পরিশেষে সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনী আচরণ একটি জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে গঠিত হয়। ভোটদাতাদের সিদ্ধান্ত কোনো একটি বা দুটি কারণে নির্ধারিত হয় না; বরং জাতি, ধর্ম, আঞ্চলিক পরিচয়, অর্থনৈতিক অবস্থা, দলীয় পরিচয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব একত্রে ভোট আচরণকে প্রভাবিত করে। ভারতের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত জাতপাত, ধর্ম ও আঞ্চলিকতা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, আধুনিক সময়ে উন্নয়নমূলক নীতি, সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতাও ক্রমশ ভোটারদের রাজনৈতিক মনোভাবকে প্রভাবিত করছে। পাশাপাশি গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্বাচনী প্রচারণা এবং জনমত গঠনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যা বিশেষ করে যুব ভোটারদের মধ্যে অধিক প্রভাব বিস্তার করছে। অতএব, ভারতীয় নির্বাচনী আচরণ বোঝার জন্য ঐতিহ্যগত সামাজিক নির্ধারক এবং সমসাময়িক প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এর যথাযথ উপলব্ধি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, জনমত গঠন এবং নির্বাচনী রাজনীতির গতিশীলতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র:

1. Ball, A. R. (1988). *Modern politics and government* (4th ed.). Macmillan Education.
2. Brass, P. R. (1994). *The politics of India since independence* (2nd ed.). Cambridge University Press.
3. Heywood, A., & Laing, M. (2025). *Politics* (6th ed.). Bloomsbury Academic.
4. Laxmikanth, M. (2023). *Indian polity* (7th ed.). McGraw Hill Education.
5. Singh, M. P., & Saxena, R. (2008). *Indian politics: Contemporary issues and concerns.* Prentice Hall of India.

6. RPH Editorial Board. (2021). *R. Gupta's dictionary of political science.* RPH Publishers.
7. Marshall, G. (2004). *Oxford dictionary of sociology.* Oxford University Press.
8. Chattopadhyay, P. (2015). Electoral and electoral behaviour in India. In P. Basu (Ed.), *Political Sociology* (pp. 198–211). Setu Prakashoni.
9. বসু, অঞ্জন. (২০২২)। *রিপোর্টিং*। লিপিকা।
10. বসু, শিবাজী প্রতিম, এবং রায়, রজত (সম্পা.)। (২০১৯)। *পপুলিজম: ভারতের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান*। ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ।
11. দালাল, প্রণব কুমার। (২০২৪)। *রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব*। বুক সিন্ডিকেট।
12. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, (২০১৯)। *ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*। সুহৃদ পাবলিকেশন।
13. মহাপাত্র, অনাদিকুমার। (২০২০) / *রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*। সুহৃদ পাবলিকেশন।
14. মুখোপাধ্যায়, গৌতম। (২০১৯)। *ভারতীয় রাজনীতি: সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি*। সেতু প্রকাশনী।
15. মুখোপাধ্যায়, গৌতম, এবং মুখার্জী, কাবেরী। (২০২৪)। *রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*। সেতু প্রকাশনী।
16. মুখোপাধ্যায়, গৌতম। (২০১৪)। নির্বাচনী রাজনীতি। সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পা.)। *রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি* (পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৫৯)। সেতু প্রকাশনী।
17. সরকার, কল্যাণ কুমার। (২০২২)। *রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*। নবোদয় পাবলিকেশন।
18. গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন। (২০১১)। *রাজনীতির অভিধান*। আনন্দ পাবলিশার্স।
19. Indira Gandhi National Open University.(n.d). Political processes and institutions (Block- 2). eGyankosh. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/66628/1/Block-2.pdf
20. Election Commission of India (SVEEP).(2021, October 16). Voter awareness graphic promoting electoral participation [Tweet]. X(formaly Twitter). https://x.com/ECISVEEP/status/1449337773912039429